১৭ পাতার পর

নির্ভয়পুরের ছবি

ঝোলা থেকে একটা একটা করে উপার্জনকারী বস্তুগুলো জলের মধ্যে নিক্ষেপ করতে লাগল। ভারী বস্তুগুলো টুপটাপ শব্দে জলের তলায় নিমেষে তলিয়ে গেল। শুকনো ডালপালা, মাদুলিগুলো ভেসে গেল। এখন আর ঝোলাতে চাদর ছাড়া আর কিছুই রইল না। ভাবল ঝোলা আর চাদরটা বাড়ি নিয়ে যাবে। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত বদল করল। কোন চিহ্নই রাখবে না। চিহ্ন অবশিষ্ট থাকলে পেশাটাকে ভুলতে কষ্ট হবে। চাদর সমেত পুরো ঝোলাটাই ফুটবলের মতো ভাঁজ করে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। ডুবল না। জলের স্রোতে ভেসে চলল। যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে রইল। আবছা অন্ধকারে আর দেখা যাচ্ছে না। মিলিয়ে গেল। এবার নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখল। এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। রয়ে গেছে কিছু অসমাপ্ত কাজ। অপরিচিত দোকান থেকে একটা ধুতি কিনে আবার গঙ্গার ধারে এল। পাশেই দেখল এক নাপিত তার দোকান গোছাতে ব্যস্ত। কাছে গিয়ে চুল-দাড়ি সব ছেঁটে ফেলল। গাছের গুঁড়িতে লটকানো আয়নায় নিজেকে দেখল। সম্পূর্ণ অপরিচিত, অন্য মানুষ।

গঙ্গার ঘাটে নেমে স্নান করল। নিজেকে কেমন পবিত্র পবিত্র লাগছে। নতুন বস্ত্রটা পরে এবার গেরুয়া পোষাকটা পাকিয়ে গঙ্গাবক্ষে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। অন্ধকারে তার গতিবিধি লক্ষ্য করা গেল না।

দূর থেকে কালী মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কাছাকাছি গেল শেষ বারের মতো। মন্দিরের সামনে বসে আছে বেশ কিছু দর্শনার্থী স্বামী সত্যানন্দের পথ চেয়ে। মনোবাসনা পূরণের আশায়। দূর থেকেই প্রণাম করে – ‘মাগো তুমিই ওদের মনোবাসনা পূর্ণ কর’ বলে বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করল সত্যপ্রিয়।

কেয়া যথাসময়ে নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসেছে। টেবিলের ওপর এঁটো থালা দুটো দেখে সন্দেহ হল। প্রতিদিন তো থালা ধুয়ে রাখে। কে এসেছিল? নিশ্চয়ই অতি পরিচিত কেউ। কিন্তু ওদের দু’জনেরই তো পারিবারিক কোন সম্পর্ক নেই। ফোন করেও তো জানায় নি। তাহলে কে - ওর সেই পুরোনো বন্ধু! যার কথা প্রায়ই বলে। না বলে থাকতে পারে না। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে টিভিটা চালাতে যাবে এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল। এখন তো আসার সময় নয়। কালী মন্দির থেকে ফিরতে ফিরতে তো প্রায় রাত ন’টা হয়ে যায়।

– কে?

– আমি, দরজা খোলো।

চেনা কণ্ঠস্বর শুনে অজানা আশঙ্কায় দরজাটা খুলে দিল। ঘরের ভেতরের আলোটা দরজার ওপরে পড়েছে। সামনে এ কাকে দেখছে? ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, চকচকে দাড়ি কামানো। পরনে সাদা ধুতি। অনাবৃত শরীর। ঘটনার আকস্মিকতায় স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে কেয়া। সারা মুখে বিস্ময়, আশঙ্কা। মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। শুধু দু’চোখ মেলে দেখছে তার প্রথম দেখা মানুষটাকে। চিনতে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না।

– ভেতরে আসতে দেবে না? এবার তোমার মনোবাসনা পূরণ হয়েছে তো?

আনন্দে, বিস্ময়ে কেয়ার দু’চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। ঝাপসা চোখেও স্পষ্ট হয়ে উঠছে এক ছবি - নির্ভয়পুরের ছবি।

কলকাতার হরি ঘোষ স্ট্রিট স্বামীজি সংঘের এই পুজোটির উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক স্মিতা বক্সী।

সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনষ্টিক এণ্ড হেলথ্ কেয়ার প্রাঃ লিঃ
পি.সি.সেন মার্কেট, দ্বিতল, লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলী
ফোন ঃ ০৩২১১-২৫৫৮৬৭/২৫৬৮৬৭/৯০৯৩৯৬৫৮৩৮

ডায়াগনষ্টিক পরিষেবা

●প্যাথলজি (ফুল অটো সিস্টেম) Full Auto Culture, CLI, ELISA, ABG, Electro,HPLC, Cell Counter, Spart, Histo, Cyto etc.	২৪ ঘন্টা
● ডিজিট্যাল এক্সরে (X-Ray)-	২৪ ঘন্টা
● ম্যামোগ্রাফী -	প্রতিদিন
● ও.পি.জি, টি.এম.জে, এসেফালোগ্রাফী-	প্রতিদিন
● আল্ট্রাসোনোগ্রাফী, কালার ডবলার-	প্রতিদিন
● ইকোকার্ডিওগ্রাফী, কালার ডপলার এবং ট্রেস ইকো	-প্রতি বুধ ও রবিবার
● এন্ডোস্কপি ও ক্লোনোসপি -	প্রতি রবিবার
● ই.সি.জি -	২৪ ঘন্টা
● টি.এম.টি, পি.এফ.টি -	প্রতি বুধ ও রবিবার
● হল্টার মনটর, হল্টার বি.পি -	২৪ ঘন্টা
● ই.ই.জি, ই.এম.জি, এন.সি.ভি, ই.পি., বেরা -	প্রতি রবিবার
● অডিওমেট্রি, টেম্পোনোমেন্ট্রি, ইএম.জি	প্রতি শনিবার
● স্লিপ এপনিয়া -	প্রতিদিন
● এফ.এন.এ.সি. -	প্রতিদিন
● ইউরোফ্লোমেট্রি	প্রতিদিন

রেডিওলজিস্ট >
ডাঃ অমিত কুমার রানো- সোম,মঙ্গল ও বুধবার
ডাঃ অনুপম বিশ্বাস- বৃহস্পতি ও শুক্রবার
ডাঃ কাশি সরকার- শনিবার ও রবিবার

প্যাথলজিস্ট >
ডাঃ অয়ন সাঁতরা- হিস্টো
ডাঃ রঞ্জন বসু- মাইক্রো
ডাঃ ছায়া সেন- ক্লিনিক্যাল

ইকোকার্ডিওলজিস্ট >
ডাঃ কে কে বিশ্বাস- রবিবার
ডাঃ অর্ণব কুমার পাল- বুধবার
ডাঃ প্রিয়ম মুখার্জি- ১৫ দিন অন্তর মঙ্গলবার
(নবজাতক শিশুদের ইকো করা হয়।)

গ্যাস্টোলজিস্ট এন্ডাস্কপি ও ক্লোনোস্কপি > ডাঃ পিনাকী রায়- রবিবার

পলিক্লিনিক ● ডায়াগনষ্টিক ● নার্সিংহোম

চেনা অচেনা

কাজল মাইতি

ট্রেন থেকে নেমেই তরুণীটিকে দেখতে পেল অভীক। পিছন থেকেও সে চিনতে পারল। বিপাশা। হ্যাঁ, বিপাশাই তো। বিপাশা এদিকে কোথায় গিয়েছিল? দিদির বাড়ি? একটু পা চালিয়ে বিপাশাকে প্রায় ধরেই ফেলল সে।

---কোথায় গেছিলে বিপাশা?

চমকে উঠল বিপাশা। আপনি? আপনি কোত্থেকে? থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কত দিন পর দেখা হল বলুন তো? মাসিমা ভাল আছেন? আপনি? আপনি তো ডুমুরের ফুল হয়ে গ্যাছেন।

অভীক মাথা নিচু করল। মা আর নেই। গতবছর একটা অ্যাক্সিডেন্টে . . .।

---সে কি! একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না? আপনার কাছে আমি তো কোনও দোষ করিনি। তাও? অন্যদিকে চোখ ফেরাল সে। একটু আনমনা হয়ে গেল।

তারপর দুজনেই পা বাড়াল।

অনতি দূরেই বাসস্টপ। অভীক বলল, এখনই ফিরবে? একটু পরে গেলে হয় না?

বিপাশা আলগা হাসল। কেন, কোথাও নিয়ে যাবেন?

---হ্যাঁ, ঐ সামনের পার্কটায়। এতদিন পর তোমাকে পেলাম, একটু গল্প করব না? কিন্তু তোমার তাড়া নেই তো?

যদি তাড়া থাকে, যেতে দেবেন? আটকাবেন না?

বিপাশা ভ্রূ তুলল। হেসে ফেলল অভীক।

---নাহ্, দেব না।

পার্কটা একদম ফাঁকা। দুপুর বলেই হয়ত। ছায়াচ্ছন্ন একটি বেঞ্চে ওরা দুজন বসল। পাশাপাশি।

---কোথায় গেছিলেন বললেন নাতো? বিপাশা বসতে বসতে বলল।

---কোলকাতায়। বোনের কাছে। আর তুমি?

---দিদিভাইয়ের শরীর খারাপ। ওকে দেখতে গেছিলাম।

---ও। মুখ নামিয়ে নিল অভীক। বুকে একটু ধাক্কা খেল। কি হয়েছে তার?

---ম্যালেরিয়া হয়েছিল। এখন একটু সুস্থ। যদিও দুর্বলতা কাটতে সময় লাগবে, তবুও চলেই এলাম। এদিকে মা একা।

---কেন, পলাশদা আর কাজ করেনা?

---করে। কদিন হল দেশের বাড়ি গ্যাছে। বউদির ভাই মারা গ্যাছে। বউদি খুব কান্নাকাটি করছিল।

---আর তোমার বাবা?

---বাবা সুদেষ্ণা আন্টির কাছেই থাকেন। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হলে আসেন, দু-চার দিন থাকেন, আবার চলে যান।

---মাসিমা কিছু বলেন না? কষ্ট পান তো?

---কষ্ট কে পায় না অভিদা? সকলেই পায়। বাবাও তো কষ্ট পান সুদেষ্ণা আন্টির কাছে না যেতে পারলে।

---রিটায়ার করলেন কবে?

---গত বছর জুনে। আচ্ছা অভিদা, আমাদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয় না আপনার? বলুন না, হয়না?

---হয়। খুবই ইচ্ছে হয়। মনে হয় এক দৌড়ে গিয়ে তোমাদের দেখে আসি। কিন্তু যখনই পা বাড়াই, ইচ্ছেটা মরে যায়। যেতে পারিনা।

---আজ যদি যেতে বলি, যাবেন?

---জানিনা।

মুখ কালো হয়ে গ্যালো বিপাশার। চোখ দুটো চিক চিক করে উঠল। সে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। এখ্খুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে। কান্না পাচ্ছে তার। ভীষণই। কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর গলায় আকুতি ফুটিয়ে বলল, এড়িয়ে যাচ্ছেন?

বিপাশার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গ্যালো অভীক। নিঃশব্দে কাঁদছে সে। কী করবে, কী বলবে ভেবে পেল না অভীক। ইতস্তত করতে থাকল। তারপর বিপাশার হাতের উপর ওর হাতটা রাখল। মৃদু চাপ দিল। ওরকম করে না বিপাশা। শান্ত হও। প্লিজ্ শান্ত হও। ওভাবে কেঁদো না। কাঁদতে নেই। আচ্ছা, তুমি আমাকে বলো কেন কাঁদছ? বলো?

---কষ্ট হয় অভিদা। আপনার জন্য . . . । আপনার রাগ দিদির ওপর। আমার ওপর তো নয়? তাহলে কেন আসেন না? কেন যাবেন না আমাদের বাড়ি?

---ঠিক আছে। তুমি শান্ত হও। কথা দিচ্ছি যাব । হবে তো?

হেসে ফেলল বিপাশা। চোখ মুছতে মুছতে বলল, আপনি খুব খারাপ অভিদা। সেই কাঁদিয়েই ছাড়লেন।

অভীক মাথা নাড়ল। ঠিকই বলেছ। খারাপই তো। নইলে আমার পাশে বসে এমন একটা ডানাকাটা পরী কাঁদে?

---অভিদা, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

---সরি। আমারই উচিত ছিল . . .। ওখানে সামশের ভাল মটন বিরিয়ানি বানায়। বিরিয়ানি তোমার ফেভ্‌রিট্।

---মনে আছে আপনার?

---আছে এবং থাকবেও। মানুষ খুব কম জিনিসই ভোলে বিপাশা।

দুই

এই কবছরে তেমন কিছুই পাল্টায়নি রাধানগরের। রাস্তাঘাট একই রকম। খোওয়া ওঠা। এবড়ো খেবড়ো।

---বেসামাল হলেই অঙ্গহানি। মনে থাকে যেন। অভিদা সামলে এসো। বিদিশা হাসতে হাসতে সতর্ক করেছিল প্রায় দশ বছর আগে। সেই ছিল এ বাড়িতে ওর প্রথম আসা।

---এই আমার বোন বিপাশা। ফার্স্ট ইয়ার বেঙ্গলি অনার্স। একটু লাজুক কিন্তু মিটমিটে শয়তান।

---দিদি! কপট রাগ দেখিয়েছিল বিপাশা। অপলকে তাকিয়েছিল অভীকের দিকে। এতখানি অপরূপ দেখতে হয় মানুষকে! এতটা সুন্দর!

---কি রে? যা। হাঁ করে কী দেখছিস? দুগ্লাস সরবত করে আন্। উঃ বাব্বা! যা গরম লাগছে। অভিদা, তুমি ফ্যানের ঠিক নিচেটায় বোসো। যা ঘেমে গেছ। আমি চেঞ্জ করে আসছি। বলেই, বিদিশা অন্যঘরে ঢুকে গেল। তার পিছু নিল বিপাশাও।

সেই থেকে শুরু। এক সময় এই বাড়ির ছেলের মতই হয়ে উঠেছিল সে। রোজ আসত এ বাড়িতে কুড়ি কিমি পথ পেরিয়ে। বিদিশাকে একদিন না দেখতে পেলে ঘুম হত না। কষ্ট হত খুউব। সে কষ্ট ছিল আগুনেরই মতন।

বিদিশা একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, ‘অতি ভাব যেখানে নিত্য যেয়ো না সেখানে।’ তবুও অভীক যেত। মনটা যে পড়ে থাকত বিদিশারই কাছে। কিন্তু সেই বিদিশাকেই ও চিনতে পারেনি। বুঝতেও পারেনি। যখন বুঝতে পারল, তখন সে অনেকটা জলে নেমে গ্যাছে। তলিয়ে যেত। কিন্তু তলিয়ে যাওয়াটাকে ও চিরকাল ঘেন্না করে এসেছে। অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে লড়াই করে উঠে এসেছিল। ইংরেজির লেক্‌চারার অভীক দত্তকে এখন অনেকেই চেনে। জানে। সমীহও করে। মা চলে যাবার পর সে এখন একা। বড্ড একা। দুটো কথা বলবার মতন কেউ নেই। কাজের মাসি রান্না করে দেয়। কলিগরা সংসার পাতার পরামর্শ দেয়। আবার আড়ালে ‘চোট খাওয়া মাল’ বলে হাসাহাসি করে। ও এসবে পাত্তা দেয়না, মাঝে মধ্যে কিছুই ভাল লাগে না তার। সব মিথ্যে মনে হয়। সম্পর্ক। ভালবাসা। সংসার। সে জানে অবজ্ঞার, অবহেলার ক্ষত সহজে সারে না। নিরাময় হতে বহুদিন লাগে।

---কি অত ভাবছেন অভিদা? বিপাশা গা ধুয়ে এসে ওর পাশে বসল। ঘনিষ্ঠ হয়ে।

---তেমন কিছু না। বিপাশার দিকে তাকিয়ে বলল ও।

---সব পুরনো কথা মনে পড়ছে? কষ্ট হচ্ছে আপনার? কষ্ট পাবেন না। জানেন, বিয়ের পর দিদি একদিন আক্ষেপ করেছিল। অনুতাপও বলতে পারেন। বলেছিল, সে অন্যায় করেছে আপনার কাছে। আপনার অনেক ক্ষতি করেছে। পারলে, তাকে ক্ষমা করে দেবেন। থাক ওসব কথা, বাদ দিন। ওঘরে যাবেন? মায়ের কাছে? মায়ের খুব জ্বর।

অভীককে দেখে সরমা বিছানায় উঠে বসলেন।

---এসো বাবা, বোসো। এতদিন পরে মাসিমাকে মনে পড়ল? নাকি বন্ধুর বিয়ে হয়ে গ্যাছে বলে আর আসতে নেই?

---না, তা নয়। সময় কমে গ্যাছে মাসিমা।

---সময় তো কমে না বাবা। টান কমে যায়। আলগা হয়ে যায় বাঁধন। তারপর একদিন সম্পর্কের দড়ি পচে গিয়ে ছিঁড়ে যায়। বিপাশার মুখে তোমার মায়ের খবর শুনলাম। খারাপ লাগল। বিদিশা আর বিপাশাকে বড়ই স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন বলে শুনেছি। শোনো বাবা, এবার তুমি সংসারী হও। একা একা থেকো না। একা মানুষের ছায়াও শত্রু হয়। মনে রেখো।

---মা, তুমি শুয়ে পড়ো। তোমাকে ওষুধটা খাইয়ে দিই। অভিদা, আপনি ও ঘরে যান। আমি আসছি।

অভীক এ ঘরে বসে রইল একা। বিছানা থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। সেই টেবিল। সেই টেবিলের দুপ্রান্তে দুটি চেয়ার। একটায় ও বসেছে। অন্যটায় বিদিশা। হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ও মুগ্ধ হয়ে দেখছে তাকে। মনে মনে তারিফ করছে নিজের বিদিশাকে ভালবাসার জন্য। বিদিশা টেবিলের তলা দিয়ে তার নরম পা দুটো তুলে দিচ্ছে অভীকের পায়ের উপর। ভাল লাগছে তার। কামনা করছে বিদিশা যেন তাকে আজীবন ছুঁয়ে থাকে। বিদিশা ওকে দুপা দিয়ে ঠেলে দিল।

---আচ্ছা অভিদা . . . . . ।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল অভীক। চেয়ার টেনে বসল। টেবিল ভর্তি গল্পের বই। মলাট লাগানো। এক, দুই, করে গুনতে গুনতে তিন নম্বর বইটাই বের করে নিল সে। পাতা ওলটাল, অবাক হল। আরে, এটা তো ডায়েরি! চমৎকার হাতের লেখা। কার? বিদিশার লেখা, ওর চেনা। এ লেখা বিদিশার নয়। তবে? কার হতে পারে? বিপাশার? হতে পারে। বিপাশা ছোটবেলায় হাতের লেখার জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে বিদিশাই একদিন বলেছিল। কিন্তু এত সব কী লিখেছে? পড়ব? অন্যের ডায়েরি পড়া কি উচিত? বিদিশা বিপাশাকে ঈর্ষা করত। দুজনেই এস. এস. সি পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু পাশ করল বিপাশা এবং চাকরি পেল। ওর চাকরি পাওয়াটা ভালভাবে নেয়নি বিদিশা। ওকে হিংসে করত। আর বিপাশা? কেমন চোখে দেখত দিদিকে? কৌতুহল দমন করতে না পেরে ও ডায়েরিটার প্রথম থেকে পড়া শুরু করল। দুনম্বর পাতায় গিয়ে থমকে গেল সে। তার নাম করে এসব কী লিখেছে বিপাশা! সে দ্রুত পড়তে থাকল। ভিতরে ভিতরে ঘামছে। কষ্ট হচ্ছে তার। খুউবই কষ্ট। তবুও থামছে না। এসব কী লেখেছে বিপাশা! সেকি এতখানি শ্রদ্ধা, ভালবাসা পাবার যোগ্য? বিপাশা তাকে এতখানি ভালবাসে! তাও আবার ওর এ বাড়িতে আসার দিন থেকেই! আচার-আচরণে, হাবে-ভাবে একটুও বুঝতে পারল না।

অভীকের মনে হল সে একটি অপদার্থ। কাউকেই চিনতে পারল না। নিজেকেও কি সে চিনতে পেরেছে? নাহ। পারেনি। জীবনের এতগুলো দিন, এতগুলো মুহূর্ত যাদের ভালবেসে, দূরে থেকেও কাছে করে রেখেছে তাদের কাউকেই সে চিনতে পারেনি। বিদিশা তার কাছে অচেনা হয়ে গ্যাছে বহুদিন। কিন্তু বিপাশা! তাকেও তো সে আজ নতুন করে চিনল। থম মেরে বসে রইল অভীক। ডায়েরিটা সামনে খোলাই পড়ে আছে।

বাইরে পায়ের আওয়াজ। গ্রিলের ফাঁকে মুখ এনে কাকে যেন কী বলছে বিপাশা। চট করে ডায়েরিটা বন্ধ করল অভীক। যথাস্থানে রাখল।

---একটু দেরি হয়ে গেল অভিদা। বিপাশা যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে। জানেন, প্রতিদিন মায়ের বায়না বেড়েই চলেছে। এটা কর। সেটা কর। একটু কাছে আয়। বোস। আসলে কি বলুন তো বয়স্করা একটু বেশি এ্যাটেনশান্ দাবি করে।

---আর আমি বুঝি করিনা? আমিও তো করি। অভীক জোর করে গলার স্বর ফোটাল।

---আপনাকে যত্ন করবার কত লোক আছে। আমার কথা, আমাদের কথা মনে ছিল আপনার? ভাগ্যিস্ দেখা হয়ে গেল সেদিন। এখন বলুন রাতে কি খাবেন?

---আমি ফিরব বিপাশা।

---যদি যেতে না দিই? যদি বেঁধে রাখি, থাকবেন?

---তা হয় না বিপাশা।

---কেন হয় না? আমি বিদিশার বোন বলে? ঝাঁঝিয়ে উঠল বিপাশা। পরক্ষণেই কান্নামাখানো গলায় বলল, আপনি জানেন না অভিদা, আমি আপনাকে. . . । আপনি কিছু জানেন না, . . . কিচ্ছু না . . . । কথাগুলো অসম্পূর্ণ রেখেই সে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অভীক চেয়ার ছেড়ে উঠল। বিপাশার কাছে গেল। ওর মাথায় আলতো করে হাত ছোঁয়াল। বিপাশা কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই পাশ ফিরে উঠে অভীককে সজোরে আঁকড়ে ধরে ওর বুকে মাথা রেখে শিশুর মতন কাঁদতে থাকল। বাঁচব না, আমি বাঁচব না অভিদা। অভীক অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বহুদিন আগে এমনই এক সন্ধ্যাবেলায় এরকমই অসহায়তা নিয়ে সে চলে গিয়েছিল এই বাড়ি থেকে।